রাজশাহী ভার্সিটি ঃ শিবির ৮ ছাত্রের পায়ের রগ কেটে দিয়েছে ঃ গ্রেপ্তার ১৪ অস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজশাহী, ৩১ জুলাই।–রাজশাহী ভার্সিটিতে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা আজ ৮ জন ছাত্রের পায়ের রগ কেটে দিয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। তারা মাসুদ নামে এক ছাত্রের উরু থেকে মাংসও কেটে নিয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা উল্লেখ করেন।

এছাড়া, গতকাল গভীর রাতে ছাত্র শিবিরের হামলায় আহত আরও ছয়জন ছাত্রকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা আশংকাজনক। আহতরা হলেন, শেরে বাংলা হলের ছাত্রমৈত্রীর সহ–সভাপতি মাসুদ, একই দলের হাবিব, রেজা ও দেবাশীষ, ছাত্র ইউনিয়নের দেবু এবং এসএম হলের ছাত্র লীগের (ম–বি) সৈকত। সৈকত তীরবিদ্ধ হয়েছেন। মাসুদের অবস্থা সবচেয়ে গুরুতর। এনিয়ে দু'দিনে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা দাঁড়ালো ১১ জনে।

আজ ভোর পাঁচটায় পুলিশ কয়েকটি হলে তল্লাশী চালিয়ে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার এবং বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা অধিকাংশই ছাত্র শিবিরের কর্মী। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ঃ ৫টি পাইপগান, ২টি রকেট লাঞ্চার এবং রাইফেল ও এসএলআরের কিছু গুলি, বোমা, ককটেল, কিরিজ, ছুরি ও কিছু তীর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান যে বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে কয়েকজন বহিরাগতসহ ছাত্র শিবিরের সশস্ত্রকর্মীরা কয়েকটি হলে হামলা চালায়। হামলার সময় তারা বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করে। বিনোদনপুর সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল ভেঙ্গে তারা ভেতরে প্রবেশ করে। শিবির কর্মীরা প্রথমে শেরে বাংলা হলের সাধারণ ছাত্রদের বের করে দেয় এবং ৩০টি কক্ষ তছনছ ও লুট করে। এরপর তারা এসএম হল ও আমীর হলে চড়াও হয়। এসএম হল ও আমীর আলী হলে এখন শিবির ছাড়া অন্য কোন সংগঠনের ছাত্র নেই। হামলায় শতাধিক ছাত্র আহত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান, শিবির কর্মীরা আজ সকালে আবার নতুন করে হামলা চালিয়ে ৮ জন ছাত্রের পয়ের রগ কেটে দেয়। আজও তারা গুলিবর্ষণ করে।

দুদিন ধরে ছাত্র শিবিরের অব্যাহত সশস্ত্র হামলায় আতঙ্কগ্রস্ত সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীরা হল ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

রাত দশটায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে সিন্ডিকেটের বৈঠক চলছিল।

ক্যাম্পাসে কয়েকদিন ধরে পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন রয়েছে। তা সত্ত্বেও শিবির এই সশস্ত্র হামলা চালায়।

গণতান্ত্রিক ছাতঐক্য ও ছাত্রলীগ (ম-ই) পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এ ঘটনার জন্য ছাত্র শিবিরকে দায়ী করেছে এবং দোষীদের গ্রেপ্তার ও সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীদের নিরাপত্তার দাবী জানিয়েছে।

অন্যদিকে ছাত্র শিবির এক বিবৃতিতে এ ঘটনার জন্য ছাত্রঐক্যকে দয়ী করেছে।

যৌথসভা

বৃহস্পতিবার রাতে সার্কিট হাউজে জামায়াত ও শিবির ছাড়া সব রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র মিজানুর রহমান মিনু। সভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য যৌথ প্রয়াসের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৈঠক আজও

(আটের পাতায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

রাজশাহী ভার্সিটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চলছে।

বিনোদপুরের গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, শিবির কর্মীরা আবারও হলে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নিন্দা

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনায় জামাত–শিবির গোষ্ঠীর সন্ত্রাস সৃষ্টির তীব্র নিন্দা করেছে।

ছাত্রলীগ (ম–ই) সভাপতি মইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম এক বিবৃতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের হামলার তীব্র নিন্দা করে বলেন, স্বাধীনতা বিরোধীরা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির উপর একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার জন্য জামাত শিবিরের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

ছাত্র মৈত্রী সভাপতি নূর আহমদ বকুল ও সাধারণ সম্পাদক রাগীব আহসান মুন্না এক বিবৃতিতে বলেন, জামায়াত–শিবিরচক্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে চায়। এদের অপতৎপরতা ছাত্র সমাজ যে কোন মূল্যে রুখবে।

বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের বিবৃতিতে জামাত–শিবিরের নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী জানানো হয়।

দৈনিক বাংলা
131
তারিখ 01 AUG 1992